2nd Sem, Hons

C - 3, (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস)

বিষয় ঃ

রামায়ণের মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের আলোচনা।

Scanned with CamScanner

রামায়ণের রূপভেদ ও আকৃতি :

সেদিনের কাব্যমাত্রই ছিল গান। কখনো বৃত্তির তাড়নায়, কখনো প্রাণের আবেগে ভাট ও চারণ কবিরা গেয়ে বেড়িয়েছেন আদিমকালের মহাকাব্যের বিভিন্ন অংশ। স্মৃতির মণিকোঠায় সুরের বাঁধনে কাব্যকে ধরে রাখার এই প্রয়াস ছিল যেমন জীবন্ত প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত, তেমনি তাতে ছিল মানবীয় স্মৃতির অক্ষমতার জন্যে ভুলত্রুটির অবাধ স্বাধীনতা। গায়ক কবি ভুলে যাওয়ার ফাঁকটুকু ভরে নিতেন আপন সৃষ্টিসম্ভার দিয়ে, অনেক সময় আবার সৃষ্টির আবেগে, ব্যক্তিরুচি ও স্থানীয় দৃষ্টির প্রভাবে মূলের অনেক অংশ বর্জন করে যোগ করতেন স্বরচিত কথা ও কাহিনী। এরই ফলে আদি কবির আদি কাব্য রামায়ণ ভারতের নানাস্থানে অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ নিতে থাকে। এইসব স্বতন্ত্র রূপের উপরে ভিত্তি করে রামায়ণের কতকগুলি আঞ্চলিক রূপ দাঁড়িয়ে যায়। ম্যাক্‌ডোনেল্ আধুনিককালে এরকম তিনটি প্রধান আঞ্চলিক রূপ লক্ষ্য করেছেন : (১) পশ্চিম ভারতীয়, (২) বঙ্গীয় এবং (৩) বোম্বাই। এই তিনটি রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় শ্লোকের পাঠান্তরে, এবং কাহিনী-গঠনেও। এইসব সংস্করণের মধ্যে পণ্ডিতদের মতে একমাত্র বোম্বাই সংস্করণেই মূল রামায়ণের ভাষা ও রচনারীতি খুব বেশী সংরক্ষিত হয়েছে, অন্যগুলিতে পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ফলে মূল রচনাংশ খুবই কম।

বর্তমানে রামায়ণের যে রূপটি আমরা দেখতে পাই, তা আকৃতি ও আয়তনের দিক থেকে মহাভারতের এক-চতুর্থাংশের সমান। রামায়ণে রয়েছে এখন ২৪০০০টি শ্লোক। সমগ্র কাব্যটি এই সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত : (১) বালকাণ্ড (২) অযোধ্যা কাণ্ড, (৩) অরণ্য কাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, (৫) সুন্দর কাণ্ড, (৬) যুদ্ধকাণ্ড এবং (৭) উত্তরকাণ্ড।

রামায়ণের মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশ :

রামায়ণ ও মহাভারত দুটি কাব্যই জাতীয় প্রতিভার সামগ্রিক সৃষ্টি। বাল্মীকি ও ব্যাসদেব সমাজে প্রচলিত রামায়ণ-মহাভারতের বহু বিচ্ছিন্ন কথা ও কাহিনীকে সঙ্কলিত করেছিলেন এবং তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন স্বরচিত অংশ। কিন্তু যে অংশগুলি বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের নিজের রচনা নয়, সেগুলিও মহাকবির সৃজনী-প্রতিভার স্পর্শে নতুন শিল্পরূপ লাভ করে একটি অখণ্ড সৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়েছে। ফলে এই কবিদের হস্তস্পর্শের পরে রামায়ণ-মহাভারত হয়ে উঠেছে এক-একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। রামায়ণের রচনা সম্পর্কে পণ্ডিতরা মনে করেন ইক্ষ্বাকুবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি রামচন্দ্রের

Scanned with CamScanner

কীর্তি-কাহিনী নিয়ে অনেকগুলি উপকথা প্রচলিত ছিল। অযোধ্যার চারণ-কবিরা সেগুলি গেয়ে বেড়াতেন বাল্মীকির আগেই। বাল্মীকি এই উপকথাগুলিকেই কাব্যবন্ধে সন্নিবদ্ধ করেন। অবশ্য এও সত্য যে, মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে একক কবির প্রতিভার দান অনেক বেশী, এত বেশী যে কিছু কিছু অংশ ছাড়া গোটা রামায়ণ কাব্যটি একজন কবিরই সৃষ্টি মনে হয়।

ব্যাস-বাল্মীকির হাতে রামায়ণ-মহাভারতের যে পূর্ণ রূপটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাকেই আমরা এখন মূল কাব্য বলতে পারি। কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ মূলরূপটি মহাকবিদের হাতে গড়ে উঠার পরেও পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক যুগের ছোট বড় অনেক কবি স্বরচিত অংশ মূলের সঙ্গে যোগ করে গেছেন। উত্তরকালের এই যোজিত অংশগুলিকেই প্রক্ষেপ (interpolation) বলা হয়।

রামায়ণের বিভিন্ন স্থানে এইরকম কিছু কিছু প্রক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে।

উপরে আমরা রামায়ণের যে সাতটি কাণ্ডের কথা বলেছি, অধ্যাপক য়াকোবির (Jacobi) মতে তার মধ্যে প্রথম আর সপ্তম কাণ্ড দু'টি সম্পূর্ণই প্রক্ষিপ্ত। শুধু দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ—এই পাঁচটি কাণ্ডই বাল্মীকি-রামায়ণের মূল রচনা। এই সিদ্ধান্তের পেছনে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয় সেগুলি হল :

১। সপ্তম কাণ্ডের বিষয়বস্তু মূল কাব্যের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে যুক্ত নয়। ষষ্ঠ কাণ্ডটি পর্যন্ত পড়লেই রামায়ণ-কাহিনীর পরিসমাপ্তির বোধ জাগে, এবং তারপরের সপ্তম কাণ্ডের জন্যে আর কোনো আগ্রহ থাকে না। এতে মনে হয় সপ্তম কাণ্ডটি পরবর্তীকালের সংযোজন।

২। প্রথম কাণ্ডের সঙ্গে রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডের কাহিনীর সঙ্গতি বা যোগসূত্র তো নেইই, বরং বিরোধিতা আছে : যেমন, প্রথম কাণ্ডে বলা হয়েছে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বিবাহ একই সময়ে হয়েছিল; কিন্তু তৃতীয় কাণ্ডে বলা হয়েছে যে শূর্পণখা যখন রামচন্দ্রের কাছে আসে তখন রামচন্দ্র বিবাহিত, কিন্তু লক্ষ্মণ তখন অবিবাহিত ; তাই রামচন্দ্র শূর্পণখাকে লক্ষ্মণের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম কাণ্ডটি যদি তৃতীয় কাণ্ডের মতো বাল্মীকিরই রচনা হত, তবে কবি এতে তৃতীয় কাণ্ডের বিরোধী উক্তি করতেন না।

৩। মূল রামায়ণে অর্থাৎ দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত কাব্যাংশে রামচন্দ্র চিত্রিত হয়েছেন একজন আদর্শ কর্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষ রূপে, তাঁকে কোথাও অবতার বলা হয়নি। কিন্তু প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে তাঁকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথম কাণ্ডে বলা হয়েছে যে, পিতামহ ব্রহ্মার কাছে বর পেয়ে যখন রাবণ ত্রিভুবন বিপর্যস্ত করছে এবং রাবণের রাক্ষস অনুচরেরা ঋষিদের উপরে অত্যাচার করছে, তখন বিষ্ণু তার প্রতিবিধানের জন্যে দেবতাদের পরামর্শ চাইলেন—

—হে দেবগণ! রাক্ষসরাজ রাবণের নিধনের উপায় কি, যে উপায় অবলম্বন করে ঋষিদের কণ্টকতুল্য বেদনাদায়ক ঐ রাক্ষসকে বধ করবে?

Scanned with CamScanner

বিষ্ণু এই কথা জিজ্ঞেস করাতে দেবতারা সেই অব্যয়রূপ বিষ্ণুকে বললেন, "আপনি মানবরূপ ধারণ করে যুদ্ধে রাবণকে নিহত করুন।"

কারণ, ব্রহ্মার বরে এমন ব্যবস্থা ছিল যে রাবণ একমাত্র মানুষের হাতেই নিহত হতে পারে। তখন,

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্।।[১০]

—দেবতাদের এই পরামর্শ শুনে তখন সর্বেশ্বর বিষ্ণু মহারাজ দশরথকে পিতা বলে স্বীকার করতে সম্মত হলেন অর্থাৎ দশরথের পুত্ররূপে মানবদেহ ধারণ করতে সম্মত হলেন।

স্পষ্টত বোঝা যায়, এখানে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রামায়ণের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত অংশে কোথাও রামচন্দ্রকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয় নি। মনে হয় পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবার পরে বিষ্ণুর উপাসক কবিবৃন্দ এই অংশটি যোগ করে রামচন্দ্রের মতো আদর্শ পুরুষকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। আচার্য রামানুজের পরেই ভারতে ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হয়। সুতরাং এই অংশটি আচার্য রামানুজের আবির্ভাবের (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) পরবর্তী সংযোজন।

৪। পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল্ দেখিয়েছেন যে রামায়ণের একটি পুঁথির প্রথম কাণ্ডের প্রথম ও তৃতীয় সর্গে রামায়ণের দু'টি সূচীপত্র দেওয়া আছে। একটি সূচীপত্রে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের কোনো উল্লেখ নেই, আর অন্যটিতে আছে। দু'টি সূচীপত্রের এই পার্থক্য থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় একটি সূচীপত্র রামায়ণের মধ্যে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডটি যোজনার আগে রচিত, অন্যটি যোজনার পরে রচিত।

৫। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের ভাষা ও রচনারীতি অন্যান্য কাণ্ডের থেকে শুধু পৃথকই নয়, নিকৃষ্টও। এই দু'টি কাণ্ডে পুরাণের মতো অসংলগ্ন আখ্যান-উপাখ্যান বেশী। তাই কাহিনীর গতি ও সংগতি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু অন্য কাণ্ডগুলিতে এই অসঙ্গতি ও বিচ্ছিন্নতা নেই।

Scanned with CamScanner